THE DAILY STAR

তারিখ ... FEB. 28 2000 ... পৃষ্ঠা 2 কলাম

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নংপনি/২(১৭)২০০০ তারিখঃ ২৭/২/২০০০

২০০০ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, ২রা মার্চ ২০০০ তারিখ হতে অনুষ্ঠিতব্য ২০০০ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা সুষ্ঠু এবং দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছেঃ

১। পরীক্ষার হলে নকল রোধের প্রাথমিক দায়িত্ব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কক্ষ পরিদর্শকগণের। কোন কোন ক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শকগণের কর্তব্যে শৈথিল্য ও দায়িত্বহীনতা সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পরিদর্শকগণকে পরীক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অধিকতর কর্তব্য পরায়ন ও দায়িত্বশীল হবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২। স্থানীয় প্রশাসন, কেন্দ্রের অভ্যন্তরে এবং বাইরে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কোন কেন্দ্রের ভিতরে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে বা বাইরে অবাঞ্ছিত লোকজনের সমাবেশ দুর করা সম্ভব না হলে স্থানীয় প্রশাসন ঐ কেন্দ্র বাতিল করে থানা সদরে অথবা জেলা সদরে স্থানান্তর করতে পারবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট এলাকার পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এবং তাদের অভিভাবকগণের আর্থিক ব্যয়ভার লাঘব হয় সেই লক্ষ্যেই এলাকার কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রের বিশৃংখল পরিস্থিতি, নকল প্রবণতা, অবাঞ্ছিত জন সমাবেশ-এর কারণে যাতে কেন্দ্রটি বাতিল না হয় সেজন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

৪। অভিভাবকগণের প্রতি অনুরোধ তারা যেন তাদের পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছে দিয়ে অহেতুক কেন্দ্রের আশে পাশে জটলা সৃষ্টি না করে কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করেন।

৫। কোন কোন কেন্দ্রে আইন শৃংখলা রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশী হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ এর ফলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি হয়। এজাতীয় পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৬। প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি গুরুতর দন্ডনীয় অপরাধ। "পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন-১৯৮০ এবং এর সংশোধনী-১৯৯২" এর সংশ্লিষ্ট ধারা জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রকাশ করা হ'লঃ

ধারা ঃ ৩

পাবলিক পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয় দানঃ

ক) যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসাবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন, অথবা

খ) যিনি অন্য কোন ব্যক্তি নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ৪

পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশন বা বিতরণঃ

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে

ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজপত্র, অথবা

খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলে মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, কিংবা এরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৫

নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তনঃ

যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে কোন প্রকারে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন নম্বর মার্কশীট, টেবুলেশন শীট, সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৬

ভুয়া মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি ইত্যাদি তৈয়ারীকরণঃ

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা উহা জারী করার কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি জ্ঞাত আছেন, তৈয়ারি করেন, ছাপান, বিতরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৭

মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখাঃ

যিনি আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশীট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রির অপূরণকৃত ফরম কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাহাকে প্রদান বা অর্পণ করা হয় নাই, নিজের দখলে রাখেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ৮

উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন বা উহাতে সংযোজনঃ

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র অথবা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে অন্য কোন একটি উত্তরপত্র বা উহার অংশ বিশেষ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয় নাই এরূপ উত্তর সম্বলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোন উত্তরপত্রের সহিত সংযোজিত করেন তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ৯

পরীক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করাঃ

যিনি কোন পরীক্ষার্থীকে —

ক) কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোন পৃষ্ঠা কিংবা উহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করিয়া অথবা

খ) মৌখিকভাবে বা কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য বলিয়া দিয়া সহায়তা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারাঃ ১০

অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা অথবা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করাঃ

যিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্তি বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোন পরীক্ষা হলে কোন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ১১

পাবলিক পরীক্ষায় বাধাদানঃ

যিনি কোন প্রকারের ইচ্ছাকৃতভাবে—

ক) কোন ব্যক্তিকে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন, অথবা

খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন অথবা

গ) কোন পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ১২

বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অফিসার কিংবা কর্মচারীগণকৃত অপরাধঃ

যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোন অফিসার কিংবা কর্মচারী হইয়াও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ঃ ১৩

এ আইনের অধীনে অপরাধ করণে সহায়তা ও প্রচেষ্টা যিনি এই আইনের কোন অপরাধ করণে সহায়তা করেন কিংবা প্রচেষ্টা চালান তিনি এ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

ধারা ঃ ১৪

পদ্ধতিঃ

১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও —

ক) এ আইনের অধীনে অপরাধ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারযোগ্য অপরাধ হইবে।

খ) কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এ আইনের অধীন কোন অপরাধের কোন বিচার করিবেন না।

গ) কোন আদালত এই আইনে অধীন কোন অপরাধের বিচারকালে উক্ত বিধিতে সমন মামলায় সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে অপরাধটি সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিবেন।

ঘ) কোন আদালত উক্ত বিধির অধীন উহার ক্ষমতা অতিরিক্ত হইলেও এই আইনের অধীন যে কোন দন্ডাদেশ প্রদান করিতে পারবেন।

ধারা ঃ ১৫

রহিতকরণ ও হেফাজতঃ

ক) ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ (১৯৮০ সনের ৬নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

খ) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত কোন কিছু অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলে গণ্য হইবে।

পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পক্ষে
প্রফেসর ড. এ টি এম শরীফ উল্লাহ
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
ঢাকা।

জিডি-১৮৪